সংবাদ

তারিখ : 30 MAR 2017
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

স্টুডেন্ট ক্যাবিনেট নির্বাচন আজ

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

ক্ষুদে শিক্ষার্থীদের মন্ত্রিসভা গঠনের লক্ষ্যে সারাদেশে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে 'স্টুডেন্ট ক্যাবিনেট নির্বাচন-২০১৭' হচ্ছে আজ। এ বছর ৪৮৭টি উপজেলা ও ৯টি মহানগরে ২২ হাজার ৯০৯টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ নির্বাচন হবে। এর মধ্যে মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১৬ হাজার ৫০৭টি এবং দাখিল মাদ্রাসায় ছয় হাজার ৪০২টি। তবে সিটি করপোরেশন ও উপনির্বাচন থাকা এলাকায় ছোটদের মন্ত্রিসভা গঠনের এ ভোট হবে আগামী ৮ এপ্রিল।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ গতকাল সচিবালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানিয়ে বলেন, তফসিল অনুযায়ী গত ১৮ মার্চ প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র দাখিল করে। বৃহস্পতিবার সারাদেশে সকাল ৯টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত বিরতিহীনভাবে ভোটগ্রহণ চলবে। সংবাদ সম্মেলনে অন্যানের মধ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিব সোহরাব হোসাইন, কারিগরি ও মাদ্রাসা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সচিব মো. আলমগীর প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও দাখিল মাদ্রাসায় ছাত্রছাত্রীদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত ৮ জন প্রতিনিধির সমন্বয়ে এক বছরের জন্য স্টুডেন্ট ক্যাবিনেট গঠিত হবে। এ ক্যাবিনেট প্রতিমাসে কমপক্ষে একটি সভা করবে। শিক্ষকরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নে সহযোগিতা এবং পরামর্শ দেবেন। প্রতি ছয় মাস পর সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতিতে ক্যাবিনেটের সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। কৈশোর থেকে গণতন্ত্রের চর্চা, অন্যের মতামতের প্রতি সহিষ্ণুতা এবং শ্রদ্ধা, শিক্ষকদের সহায়তা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ ছাড়াও ক্রীড়া, সংস্কৃতি ও সহশিক্ষা কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করাই এ নির্বাচনের উদ্দেশ্য বলে জানান শিক্ষামন্ত্রী।

এ বছর এক লাখ ৮৩ হাজার ২৭২টি পদের জন্য দুই লাখ ৭১ হাজার ২৯৯ প্রার্থী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। এবার মোট ভোটার এক কোটি তিন লাখ ৯৮ হাজার ৫৫১ জন। এরমধ্যে ছাত্রী ৫৪ লাখ ৬১ হাজার ১৯ জন।

গত বছর এক লাখ ৮৩ হাজার ৯২৮টি পদের জন্য প্রায় পাঁচ লাখ প্রার্থী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল। এতে মোট ভোটার ছিল ৯৭ লাখ ৪৪ হাজার ৪৯৫ জন। গত বছরের ৮ আগস্ট নির্বাচনের মাধ্যমে পরীক্ষামূলকভাবে প্রত্যেক উপজেলায়/মহানগরে মাধ্যমিক পর্যায়ের তিনটি প্রতিষ্ঠানে এই ক্যাবিনেট গঠন করা হয়।

স্টুডেন্ট ক্যাবিনেটের কর্মপরিধি সম্পর্কে নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, ক্যাবিনেটের কর্মপরিধিতে থাকবে পরিবেশ সংরক্ষণ, পুস্তক ও শিখন সামগ্রী, স্বাস্থ্য, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি, পানিসম্পদ, বৃক্ষরোপণ ও বাগান তৈরি দিবস পালন ও অনুষ্ঠান সম্পাদন, অভ্যর্থনা ও আপ্যায়ন এবং আইসিটি। নির্বাচনে নির্বাচন কমিশন, প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার, পোলিং অফিসার এবং শৃঙ্খলার দায়িত্ব বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরাই পালন করবে। এ বিষয়ে শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। শিক্ষক, ম্যানেজিং কমিটি ও অভিভাবকরা সার্বিক সহযোগিতা করবেন। ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণীতে অধ্যয়নরত প্রত্যেক ছাত্রছাত্রী ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হবে জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, ভোটার তালিকাভুক্ত যেকোন শিক্ষার্থী নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবে। প্রত্যেক ভোটার প্রত্যেক শ্রেণীতে একটি, সর্বোচ্চ তিন শ্রেণীতে দুটি করে মোট আটটি ভোট দিতে পারবে। প্রত্যেক শ্রেণী থেকে একজন করে পাঁচ শ্রেণী (ষষ্ঠ থেকে দশম) থেকে পাঁচজন ও পরবর্তী সর্বোচ্চ ভোটপ্রাপ্ত তিন শ্রেণীর তিনজন মোট আটজন নিয়ে স্টুডেন্টস ক্যাবিনেট গঠিত হবে বলে সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়।